দৈনিক ইনকিলাব

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা ঃ রবিবার, ১ কার্তিক, ১৩৯৩

তারিখ 19 OCT 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

019

এইচ, এস, সি, পরীক্ষার ফল

দেশের চারটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ৪টি বোর্ডের চেয়ারম্যানদের উপস্থিতিতে শিক্ষা সচিব আনুষ্ঠানিকভাবে এ ফল প্রকাশ করেন। এবার ৪টি বোর্ডে সর্বমোট ২ লাখ ৬৩ হাজার ২শ' ৪৯ জন পরীক্ষার্থী এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ১ লাখ ৪৮ হাজার ৫শ' ৭৮ জন। চারটি বোর্ডের পাসের মোট গড় হার ৫৭.২১। বোর্ডওয়ারী হিসাবে ঢাকা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৮১ হাজার ৪শ' ২৭ জন। এর মধ্যে মোট উত্তীর্ণ হয়েছে ৩৯ হাজার ৪শ' ২৭ জন। প্রথম বিভাগে ৫ হাজার ৬শ' ৬৭, দ্বিতীয় বিভাগে ২৩ হাজার ১শ' ২৫ এবং তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে ১০ হাজার ৬শ' ৩৫ জন। কুমিল্লা বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫৫ হাজার ৩শ' ৩৯ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ২ হাজার ৪শ' ৮৯, দ্বিতীয় বিভাগে ১৭ হাজার ৪শ' ২০ এবং তৃতীয় বিভাগে ১৪ হাজার ২শ' ৩১; মোট ৩৪ হাজার ১শ' ৪০ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। যশোর বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬৪ হাজার ৬শ' ৭৪ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ২ হাজার ৪শ' ৪৪, দ্বিতীয় বিভাগে ২০ হাজার ৯শ' ২৪ এবং তৃতীয় বিভাগে ১৩ হাজার ১শ' ৫১; মোট ৩৬ হাজার ৫শ' ১৯ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। রাজশাহী বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬১ হাজার ৮শ' ৯ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ২ হাজার ৯শ' ৮, দ্বিতীয় বিভাগে ২১ হাজার ৪শ' ৭ এবং তৃতীয় বিভাগে ১৪ হাজার ১শ' ৩৭; মোট ৩৮ হাজার ৪শ' ৯২ জন উত্তীর্ণ হয়েছে।

এই পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হলো স্বাভাবিকভাবেই তারা কম বেশী আনন্দিত, উৎফুল্ল। আনন্দিত তাদের মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন, শুভাকাংখীরা। আমরাও তাদের সাফল্যে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই। কিন্তু যারা কৃতকার্য হতে পারল না তাদের অবস্থা কি! তাদের অনেকের পক্ষেই আর হয়ত লেখাপড়া সম্ভব হবে না। অনেকেই নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। অভিভাবকরা শেষ সম্বল নিঃশেষ করে এ পর্যন্ত ছেলেকে পৌছিয়েছে কিন্তু সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। মেধা যাচাইয়ে অকৃতকার্য হয়েছে। এখানেই প্রশ্ন আসে, প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে যথার্থভাবে মেধার যাচাই হয় কি? যারা ফেল করেছে তারা সবাই কি অযোগ্য? নিশ্চয়ই নয়। আসলে মূল্যায়ন পদ্ধতিটি এমনই ত্রুটিপূর্ণ যার পাস-ফেলকেই একমাত্র যোগ্যতা-অযোগ্যতার মাপকাঠি বলা যায় না। তবু এর উপর ভিত্তি করেই নিরূপিত হবে একটি মানুষের ভবিষ্যৎ। তাই আজ পরীক্ষা পদ্ধতির ব্যাপক উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দেয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রচলিত পদ্ধতির পরীক্ষাতেও উত্তরপত্রের মূল্যায়নের ব্যাপারে নানা অভিযোগ রয়েছে। পরীক্ষক নিজে পেপার না দেখে অন্যের দ্বারা এমনকি ছাত্রদের দ্বারাও পেপার দেখিয়ে থাকেন, কোন কোন স্থান থেকে এমন অভিযোগও পাওয়া গেছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষের এ সকল অভিযোগ তদন্ত করতঃ এ ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

এবারের এ পরীক্ষার ফলাফলে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, বিভিন্ন বোর্ডের পাসের হারের তারতম্য। পাসের হার হচ্ছেঃ ঢাকা বোর্ড ৪৮.৪২, যাশোর বোর্ড ৫৬.৪৬, কুমিল্লা বোর্ড ৬১.৬৯ এবং রাজশাহী বোর্ড ৬২.২৭। ঢাকা ও রাজশাহী বোর্ডের মধ্যে পাসের হারের পার্থক্য শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ। একই পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যক্রমের একই পরীক্ষায় রাজশাহী বোর্ডের তুলনায় ঢাকা বোর্ডের ১৪% ছেলে কেন বেশী ফেল করল? ঐ এলাকার ছেলেদের কি মেধা বেশী? না পড়াশুনা ভাল হয়েছে ঐ বোর্ডের অধীন কলেজগুলোতে? না ঢাকায় পরীক্ষায় কড়াকড়ি বেশী হয়েছে রাজশাহীর তুলনায়? এর কোন্‌টা। ঢাকা বোর্ডের ছেলেরা রাজশাহীর এলাকায় গিয়ে পরীক্ষা দিলেতো আরও ১৪% বেশী পাস করত। এখন অভিভাবকরা তাদের ছেলেদেরকে কি ঐ বোর্ডে পাঠিয়ে দেবে? যদি পরীক্ষায় নকলের সুযোগ দেয়া না দেয়ার কারণে এই ফলাফলে পার্থক্য হয়ে থাকে তবে এই পার্থক্য এর পরবর্তী ভর্তি পরীক্ষা বা অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিবেচনা করা হবে কি? আমরা মনে করি, অন্তত ভর্তির ব্যাপারে এই ফলাফলের উপরেই একমাত্র নির্ভর না করে আলাদাভাবে ভর্তি পরীক্ষা সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই নেয়া আবশ্যক এবং উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর খুঁজে বের করে যেখানে ত্রুটি, গাফিলতি রয়েছে তা দূর করার জন্য আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

পরীক্ষায় পাসের পর পরই ভর্তি সমস্যা দেখা দেবে। 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ তরি'—সর্বত্রই এই আওয়াজ ধ্বনিত হবে। শিক্ষা সংকুচিত নয়, সম্প্রসারণই জাতির কাম্য। তাই এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের একটা উপায়ও এখন থেকে বের করে রাখতে হবে।